যায়যায়দিন

তারিখ 08 MAR 2012
পৃ ৬ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ বাস

অবিলম্বে কার্যকর করা হোক

রাজধানী ঢাকা শহরে যানজটের মাত্রা যে অনহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে তা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করবেন। যানজটের ভয়াবহতা এতটাই তীব্র যে, দশ মিনিটের পথ দেড় ঘণ্টায়ও অতিক্রম করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। বিশেষ করে স্কুল-কলেজগুলো ছুটির সময় রাস্তাঘাটে যে জটের সৃষ্টি হয় তা নগরীর অভ্যন্তরে স্বাভাবিক চলাচলকে ব্যাহত করার জন্য যথেষ্ট। এর পেছনে নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র স্কুল-কলেজ স্থাপন করা, নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কায় ছুটির সময় সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে অভিভাবকদের উপস্থিত হওয়া, স্বল্প পরিসরে অনেকগুলো প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং করে রাখার কারণেও সীমাহীন যানজট সৃষ্টি হয়। এতে যে শুধু শিক্ষার্থীরাই চরম দুর্ভোগের শিকার হয় তা নয়। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ও জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষদের নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে গলদঘর্ম হতে হয়। এমন কি মুমূর্ষু রোগী পরিবহনকারী অ্যাম্বুলেন্সকেও অসহায়ভাবে যানজটে আটকে বসে থাকতে হয়। ঢাকা শহরের আয়তন ও ধারণ ক্ষমতার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি মানুষ এই নগরীতে বসবাস করে। প্রতিনিয়ত জরুরি প্রয়োজনে যাওয়া-আসার মধ্যে থাকে আরো অনেক মানুষ। এছাড়াও জীবিকার সন্ধানে ঢাকামুখী মানুষের স্রোতও কম নয়। এত মানুষের চলাচলের জন্য যান সংকট যেমন রয়েছে তেমনি অপরিসর রাস্তায় নানা ধরনের অধিক যান চলাচলও জট সৃষ্টি করছে। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য বিআরটিসির ১০০টি বোতলা বাস বরাদ্দের সিদ্ধান্ত যানজট নিরসনে অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় বোর্ডের (ডিটিসিবি) উদ্যোগে গত রোববার রাজধানীর নগর ভবনে আয়োজিত ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনাকালে যোগাযোগমন্ত্রী এ কথা বলেন। আগামী চারমাসের মধ্যে বাসগুলো বিআরটিসির বহরে যুক্ত হবে বলে জানা গেছে। আমরা যোগাযোগমন্ত্রীর এ ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাই। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীদের নিতে আনা প্রাইভেট গাড়ি ও অভিভাবকদের সংখ্যা কমে যাবে এবং তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে আশা করা যায়। তবে রাজধানীর যানজটের নেপথ্যে আরো যেসব কারণ নিহিত রয়েছে সেগুলোকেও চিহ্নিত করে অচিরেই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। যানজট নিরসনে শিক্ষার্থীদের চলাচলে একশ'টি বাস বরাদ্দই শেষ কথা নয়, এ বাসগুলোর চালকরা প্রশিক্ষিত কি না এবং চলাচলের জন্য নির্ধারিত রুটগুলো অপেক্ষাকৃত কতটা যানজটমুক্ত তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ একজন শিক্ষার্থী যদি এসব বাস ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত সময়ে শিক্ষাঙ্গনে পৌঁছতে না পারে বা অভিভাবকরা যদি সন্তানের জন্য এসব বাসকে নিরাপদ মনে না করেন, তবে এ উদ্যোগ কোনো কাজে আসবে না। কারণ অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ চালকের কারণেই রাস্তাঘাটে অধিকাংশ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। সুতরাং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করাটাও জরুরি। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া উচিত।

যানজট নিরসনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে হলে তা কার্যকরী প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে। সেই সঙ্গে পুরাতন বাস, টেম্পোগুলোর রাস্তায় চলাচল বন্ধ করার উদ্যোগ আবার নিতে হবে। পাশাপাশি মূল সড়কে রিকশা, ভ্যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাটাও বিবেচনায় আনতে হবে। কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে উদ্যোগ নিয়ে ঢাকার যানজট নিরসন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব মহলকে আন্তরিক হতে হবে।

যানজট নিরসনে শিক্ষার্থীদের চলাচলে একশ'টি বাস বরাদ্দই শেষ কথা নয়, এ বাসগুলোর চালকরা প্রশিক্ষিত কি না এবং চলাচলের জন্য নির্ধারিত রুটগুলো অপেক্ষাকৃত কতটা যানজটমুক্ত তাও বিবেচনায় রাখতে হবে।